৩। যীশু ভাববাদী ও রাজা

মোশীর সদৃশ ভাববাদী

মোশী এক মহান নেতা ও ভাববাদী ছিলেন। ইস্রায়েল জাতিকে তিনি মিস্রীয়দের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে তাদের ঐশ্বরিক বিধিকলাপ শিক্ষা দিয়েছিলেন। ঈশ্বর মোশীকে জানিয়েছিলেন যে কালের পূর্ণতায় মোশীহ জগতে এসে তাঁর ঈশ্বরের আজ্ঞা মানুষকে জানাবেন। তিনি মানুষকে পাপের দাসত্ব থেকে মুক্ত করবেন। তিনি তাদের জীবনের রাজা হবেন ও জীবন ধারণের জন্য নতুন নিয়ম তাদের দেবেন।

"আমি উহাদের জন্য উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করিব ও তাঁহার মুখে বাক্য দিব ; আর আমি তাঁহাকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিব, তাহা তিনি উহাদিগকে বলিবেন। আর আমার নামে তিনি আমার যে সকল বাক্য বলিবেন, তাহাতে যে কেহ কর্ণপাত না করিবে, তাহার কাছে আমি পরিশোধ লইব।" দ্বিতীয় বিবরণ ১৮ ঃ ১৮, ১৯। বহু বৎসর যাবত মোশীকে দত্ত ঈশ্বরের আজ্ঞা অনুসারে ইস্রায়েল জাতির বিচার করা হয়েছিল। মোশী লিখেছিলেন যে এই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হবে মসীহ জগতে আসার পর। তখন থেকে মশীহের বাক্যানুসারে মানুষ বিচারিত হবে। তাই আজকের মানুষ আমরা যখন ঈশ্বরের ইচ্ছা জানতে চাই তখন যীশুর বাণী পড়ি কারণ তাই হ'ল মশীহের বিধি।

সুখী হবে কে ? ঃ

পর্বতে দত্ত উপদেশে যীশু তাঁর অনুগামীদের প্রকৃত অনুশাসনের বিশেষ উল্লেখ করেছেন। এই বাণীগুলিকে "পর্বতে দত্ত উপদেশ" আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এতে তিনি ঈশ্বরের দেওয়া বিষয় উল্লেখ করেছেন—জগতের সুখ নয়। "ধন্য যাহারা আত্মাতে দীনহীন, কারণ স্বর্গ-রাজ্য তাদেরই। ধন্য যাহারা শোক করে, কারণ তাহারা সান্ত্বনা পাইবে। ধন্য যাহারা মৃদুশীল, কারণ তাহারা দেশের অধিকারী হইবে। ধন্য যাহারা ধার্মিকতার জন্য ক্ষুধিত ও তৃষিত, কারণ তাহারা পরিতৃপ্ত হইবে।"

ধন্য যাহারা দয়াশীল, কারণ তাহারা দয়া পাইবে। ধন্য যাহারা নির্মলান্তঃকরণ, কারণ তাহারা ঈশ্বরের দর্শন পাইবে।

ধন্য যাহারা মিলন করিয়া দেয়, কারণ তাহারা ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া আখ্যাত হইবে।

ধন্য যাহারা ধার্মিকতার জন্য গড়িত হইয়াছে, কারণ স্বর্গ-রাজ্য তাহাদেরই।

ধন্য তোমরা, যখন লোকে আমার জন্য তোমাদিগকে নিন্দা ও তাড়না করে এবং মিথ্যা করিয়া তোমাদের বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রকার মন্দ কথা বলে। আনন্দ করিও, উল্লাসিত হইও, কেননা স্বর্গে তোমাদের পুরস্কার প্রচুর, কারণ তোমাদের পূর্ব্বে যে ভাববাদীগণ ছিলেন, তাঁহাদিগকে তাহারা সেই মত তাড়না করিত। মথি ৫ ঃ ৩-১২

কি করা উচিত ও কি করা উচিত নয় এ সম্পর্কে বহু বিধি ঈশ্বর মোশী দ্বারা মানুষকে দিয়েছিলেন। এগুলির পরিবর্ত্তন হয় নি।

কিন্তু যীশুর দেওয়া বিধি ঐ আগের বিধিগুলির চেয়ে বহুগুণ বেশী কার্য্যকারী। মোশী মানুষকে শিখিয়েছিলেন কি করতে হবে সে বিষয়ে আর যীশু শিখিয়েছিলেন কি করতে হবে সে বিষয়ে। আমাদের হতে হবে লবণের মত। আমাদের জীবন থেকে চমৎকার স্বাদ ও গন্ধ বেরিয়ে আসবে অপরকে স্বাদযুক্ত ও সুগন্ধি করার জন্য। তাছাড়া আমরা হব জীবনের জ্যোতি স্বরূপ যেন অন্যে আমাদের জীবন থেকে আলো পায় ও পথ দেখতে পায়।

"তোমরা পৃথিবীর লবণ ....."

"তোমরা জগতের দীপ্তি "

"তদ্রূপ তোমাদের দীপ্তি মনুষ্যদের সাক্ষাতে উজ্জ্বল হউক, যেন তাহারা তোমাদের সৎক্রিয়া দেখিয়া তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার গৌরব করে।" মথি ৫ ঃ ১৩-১৬

যোশীর দত্ত বিধি দ্বারা মানুষ অপরের কাজের বিচার করতে পারে। কিন্তু যীশুর দেওয়া বিধিতে মানুষ তার নিজের কাজের বিচার করতে পারে। একজন মানুষ হয়ত খুব সতর্ক থাকে পাছে সে ব্যবস্থা লঙ্ঘন করে ফেলে কিন্তু তবুও সে হৃদয়ের গভীরে পাপ করতে পারে। পাপপূর্ণ চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছা থেকেই পাপের বহিঃপ্রকাশ হয়। যীশু বলেন মানুষকে প্রথমতঃ তার অন্তঃকরণ পবিত্র করতে হবে নতুবা নিষ্পাপ জীবন যাপন করা আদৌ সম্ভব নয়।

"মনে করিও না যে, আমি ব্যবস্থা কি ভাববাদি গ্রন্থ লোপ করিতে আসিয়াছি, আমি লোপ করিতে আসি নাই, কিন্তু পূর্ণ করিতে আসিয়াছি।" মথি ৫ ঃ ১৭

"তোমরা শুনিয়াছ, পূর্ব্বকালীয় লোকদের নিকটে উক্ত হইয়াছিল, 'তুমি নরহত্যা করিও না', আর 'যে নরহত্যা করে, সে বিচারের দায়ে পড়িবে।' কিন্তু আমি তোমাদিগকে কহিতেছি···যে কেহ আপন ভ্রাতাকে বলে 'রে নির্বোধ।' সে মহাসভার দায়ে পড়িবে। আর কেহ বলে 'রে মূঢ়।' সে অগ্নিময় নরকের দায়ে পড়িবে।"

মথি ৫ : ২১, ২২

"তোমরা শুনিয়াছ, উক্ত হইয়াছিল, তুমি ব্যভিচার করিও না। কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে কেহ কোন স্ত্রীলোকের প্রতি কামভাবে দৃষ্টিপাত করে, সে তখনই মনে মনে তাহার সহিত ব্যভিচার করিল।" মথি ৫ : ২৭, ২৮

যীশুর রাজ্যের প্রধান বিধি হ'ল প্রেমের বিধি। এই প্রেম দুই ভাবে প্রকাশিত। ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও সহমানবের প্রতি প্রেম।

"এক জন ব্যবস্থাবেত্তা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল গুরু ব্যবস্থার মধ্যে কোন্ আজ্ঞা মহৎ?" তিনি তাঁহাকে কহিলেন, তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ তোমার সমস্ত প্রাণ ও তোমার সমস্ত মন দিয়া তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করিবে। এই মহৎ ও প্রথম আজ্ঞা। আর দ্বিতীয়টি ইহার তুল্য; "তোমার প্রতিবেসীকে আপনার মত প্রেম করিবে।" এই দুইটি আজ্ঞাতেই সমস্ত ব্যবস্থা এবং ভাববাদী গ্রন্থও ঝুলিতেছে। মথি ২২ : ৩৫-৪০

"তোমরা শুনিয়াছ, উক্ত হইয়াছিল, "তোমার প্রতিবেশীকে প্রেম করিবে" এবং "তোমার শত্রুকে দ্বেষ করিবে।" কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা আপন আপন শত্রুদিগকে প্রেম

করিও এবং যাহারা তোমাদিগকে তাড়না করে, তাহাদের জন্য প্রার্থনা করিও, যেন তোমরা আপনাদের স্বর্গস্থ পিতার সন্তান হও, কারণ তিনি ভালমন্দ লোকদের উপর আপনার সূর্য্য উদিত করেন এবং ধার্মিক অধার্মিকগণের উপর জল বর্ষাণ।" মথি ৫ ঃ ৪৩-৪৫

যীশুর বিধি পালন

যীশু বলেন যে মানুষের আত্মিক জীবন যীশুর আজ্ঞা পালন করার উপর নির্ভর করে। এটাই হ'ল সুখী জীবনের গুঢ় রহস্য, শুধু ইহকালে নয় কিন্তু পরকালেও। "আর তোমরা কেন আমাকে হে প্রভু, হে প্রভু বলিয়া ডাক, অথচ আমি যাহা যাহা বলি, তাহা যে কেহ আমার নিকটে আসিয়া আমার বাক্য শুনিয়া পালন করে, কর না?"

"সে এমন এক ব্যক্তির তুল্য, যে গৃহ নির্মাণ করিতে গিয়া খনন করিল, খুঁড়িয়া গভীর করিল ও পাষাণের উপরে ভিত্তিমূল স্থাপন করিল, পরে বন্যা আসিলে সেই গৃহে জলস্রোত বেগে বহিল, কিন্তু তাহা হেলাইতে পারিল না, কারণ তাহা উত্তম রূপে নির্মিত হইয়াছিল। কিন্তু যে শুনিয়া পালন করে না, সে এমন ব্যক্তির তুল্য, যে মৃত্তিকার উপরে বিনা ভিত্তিমূলে গৃহ নির্মাণ করিল; পরে জলস্রোত বেগে বহিয়া সেই গৃহে লাগিল, আর অমনি তাহা পড়িয়া গেল এবং সেই গৃহের ভঙ্গ ঘোরতর হইল।" লূক ৬ ঃ ৪৬-৪৯

যীশুর আজ্ঞা পালনের একমাত্র অসুবিধা এই যে মানুষ নিজের চেষ্টায় তা করতে পারে না। আমাদের জন্মই হয়েছে পাপে, হৃদয় আমাদের পাপে মসীলিপ্ত। স্বার্থপরতা ও সৎবিদ্বেষ আমাদের ঐশ্বরিক মানবতানুসারে জীবন যাপন করতে দেয় না; আমরা কি করব?

এই কথার উত্তর যীশু নীকদীমকে দিয়েছিলেন আমাদেরকে পরিবর্ত্তিত করে তিনি তাঁর আজ্ঞা পালনে আমাদের সাহায্য করবেন। পবিত্র আত্মাও এ বিষয়ে আমাদের সহায়তা করবেন। এই পরিবর্ত্তনকে যীশু নতুন জন্ম নামে অভিহিত করেছেন। নতুন জন্ম পাবার পর আমরা ঈশ্বরের সন্তান হই ও নতুন প্রকৃতি পাই।

জগতের লক্ষ লক্ষ নরনারী নতুন জন্ম পেয়ে নিজেদের জীবনে এই অমূল্য অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। তাঁরা এক অত্যাশ্চর্য্য নতুন জীবন পেয়েছেন যা যীশুর জগতের জীবনের সমপর্য্যায়ভুক্ত। তাঁরা এখন স্বর্গে, সুন্দর ও সুখের রাজ্যে স্থান পাবার জন্য প্রতীক্ষারত।

প্রার্থনা

"প্রেমময় ঈশ্বর, আমি চাই না যে আমার জীবন পাপ প্রযুক্ত ধ্বংস হয়ে যায়। তুমি কৃপা করে আমার জীবনের সকল মন্দতা দূর করে দাও। আমাকে নতুন সৃষ্টির ও তোমার স্বর্গীয় প্রেম আমার অন্তরে অবস্থিতি করাও। যীশুর শিক্ষার উপর আমি যেন নিজ জীবন প্রতিষ্ঠিত করতে পারি এজন্য আমায় সাহায্য কর। আমাকে তোমার সন্তান হবার অধিকার দাও। আমেন।"